'কিতাবুয যুহুদ' গ্রন্থের অনুবাদ

সালাফদের চোখে দুনিয়া

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀

বই	**সালাফদের চোখে দুনিয়া**
লেখক	ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀
ভাষান্তর	সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
সম্পাদনা	উস্তাদ আকরাম হোসাইন
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্ষদ
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	*মুহাম্মদ পাবলিকেশন* গ্রাফিক্স টিম

'কিতাবুয যুহুদ' গ্রন্থের অনুবাদ

সালাফদের চোখে দুনিয়া

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া ﵀

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অর্পণ

প্রিয়, তুমি এবং তোমাদেরকে। এপারে দেখা না হলেও দেখা হবে ওপারে। জান্নাতের সবুজ গাছের নিচে। সেদিন জান্নাতের বকুল ফুল দিয়ে অনেকগুলো মালা গাঁথব। বসন্তের কোনো এক বিকেলে তোমাদের গলায় একটি করে বকুলের মালা পরিয়ে দেবো। কোনো এক চাঁদনি রাতে। নীল আসমানের নিচে বসে। গল্প হবে অনেক। সেদিন চারদিকে থাকবে নিলুয়া বাতাস। সেদিন না হয় এই জনমের সব কষ্ট ভুলে যাব।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

হজরত ইসা আলাইহিস সালাম বলেছেন—

'তোমরা দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে দূরে থাকো। কেননা দুনিয়া আল্লাহর নিকটে নাপাক বস্তুর মতো।'

একবার বাশির ইবনু কা'ব রহিমাহুল্লাহু তার বন্ধুদের বলেন—

'এসো, আজ আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার স্বরূপ দেখাব। এ কথা বলে তিনি তাদেরকে একটি নর্দমার কাছে নিয়ে যান। অতঃপর বলেন, দুনিয়া হলো নর্দমায় পড়ে থাকা মৃত প্রাণী, পচা ফলমূল এবং খাবারের উচ্ছিষ্টের মতো।'

আবদুল ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—
'দুনিয়া কী? দুনিয়া তো বেশি কিছু না। প্রচণ্ড তৃষ্ণার সময় মানুষ মাত্র এক ঢোক পানির বিনিময়ে পুরো দুনিয়া বিক্রি করে দিতে চাইবে।'

আবু মুআবিয়া রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'যে ব্যক্তি দুনিয়াকে তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য বানাবে, আখিরাতে দুশ্চিন্তা তাকে ঘিরে ধরবে।'

এমনই ছিল আমাদের সালাফদের চোখে দুনিয়া। তারা এভাবেই দুনিয়াকে দেখেছেন। কিন্তু বিপরীতে আমরা কীভাবে দুনিয়াকে দেখছি?

দুনিয়া কী? দুনিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? এখানে মানুষ কেন আসে? আবার কেনই-বা ক'দিন পরে চলে যায়? আমাদের রব, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং সালাফগণ দুনিয়াকে কোন চোখে দেখতেন এই বিষয়টি নিয়েই তৃতীয় হিজরি শতকের মহান একজন প্রসিদ্ধ সালাফ ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু রচনা করেছেন *কিতাবুয যুহুদ* নামক একটি পুস্তিকা। তারই অনূদিত রূপ—*সালাফদের চোখে দুনিয়া*।

বইটি অনুবাদ করেছেন নবীন আলিম সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ। তার সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলতে চাই না। কারণ, তার অনুবাদই তার পরিচয়। পাঠক হিসেবে আমার কাছে তার অনুবাদ অসাধারণ মনে হয়েছে। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত এটি তার প্রথম গ্রন্থ হলেও ইতিপূর্বে তার অনূদিত আরও কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি গ্রন্থই বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছে। আশা করি এটিও পাঠকহৃদয়কে নাড়া দিয়ে যাবে।

বইটি সম্পাদনা করেছেন এ সময়ের পরিচিত মুখ উস্তাদ আকরাম হোসাইন। তার প্রতি মুহাম্মদ পাবলিকেশন সত্যিই ঋণী। বইয়ের প্রতিটি পাতায় পাতায় তিনি তার কাজের স্বাক্ষর রেখেছেন। আল্লাহ তার শ্রম কবুল করুন এবং তার ছায়াকে আমাদের জন্য আরও দীর্ঘ করুন।

প্রিয় পাঠক, জীবন বদলে দেওয়া এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বই প্রকাশ করতে আমরা যেমন কার্পণ্য করিনি। ঠিক তেমনই বইটি সাবলীল ও নির্ভুল করতেও কোনোরূপ চেষ্টায় ত্রুটি করিনি। তারপরও কোনো অসংগতি বা কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
২৪ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

এই দুনিয়া মরিচীকার। দু-দিনের। দুনিয়া এক রঙিন স্বপ্নের নাম। ক্ষণস্থায়ী জীবনের নাম। দু-দিনের দুনিয়া নিয়ে মানুষ আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন দেখে। জীবনের স্বপ্ন পূরণে ছুটে চলে প্রান্তর থেকে প্রান্তর। তবুও স্বপ্ন পূরণ হয় না। ক্রমেই দুনিয়া নিয়ে হতাশা বাড়তে থাকে। কারণ দুনিয়া কখনো মানুষের সব স্বপ্ন পূরণ করে না। একদিন জীবনের সুতোয় টান পড়ে, জীবন বাতি নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়, ওপারে পাড়ি জমানোর সময় চলে আসে। মৃত্যুর বিছানাতে এই ধূসর দুনিয়া নিয়ে আফসোস হয়, কিন্তু! সেদিনের শত আফসোস কোনো কাজে আসে না।

এই ধূসর দুনিয়া হলো মুসাফিরের মতো। মুসাফির সফরে বের হয়। হাঁটে অনেকটা দূর। মরুভূমিতে হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত হয়। চলাকালে কোনো গাছের ছায়া পেলে আশ্রয় নেয়। ব্যাগ-পত্র মাথার নিচে নিয়ে একটুখানি জিরিয়ে নেয়। জিরানোর শেষ হলে মনকে বলে—এখানে বসে থাকলে চলবে না। তোমাকে যেতে হবে অনেকটা দূর। ব্যস, ব্যাগ-পত্র গুছিয়ে সামনে চলা শুরু করে। দুনিয়াটাও মুসাফিরের গাছের ছায়ার মতো। এই তো ক'দিন আমরা এখানে থাকব। এরপরে আমাদের যেতে হবে এক মহা সফরে। অনন্তকালের সফরে। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনে, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

يا ابْنَ عُمَرَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ .

'হে ইবনু উমর, তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করবে, যেন তুমি মুসাফির। তুমি নিজেকে কবরবাসীদের কাতারে মনে করবে।'[১]

পড়ন্ত বিকেলে সূর্যটা যেমন পশ্চিমে হেলে পড়ে, ঠিক তেমনি জীবনের সূর্যটাও হেলে পড়বে। একদিন ডুব দেবে শেষ ডুব। মজবুত বন্ধনটাও সেদিন পর হয়ে যাবে। থেমে যাবে জীবনের সমস্ত কোলাহল। মায়াবী এই দুনিয়া ছেড়ে পাড়ি জমাতে হবে পরজনমে। পরজনমে রব কাউকে জান্নাত দেবেন, আবার কাউকে জাহান্নামে দেবেন। এই জনমে যারা দুনিয়াবিমুখী ছিল, পরকালে তারা অনেক সুখে থাকবে।

কিন্তু ধূসর দুনিয়ার মোহে হাতছানিতে আমরা ভুলে যাই রবকে। আখিরাতকে। ভুলে যাই পরজনমে পাড়ি দেওয়ার কথা। দুনিয়া হলো পরজনমের পাথেয় অর্জনের একমাত্র স্থান। এখান থেকেই পরকালের পাথেয় জোগাতে হবে। দুনিয়ার যশ-খ্যাতি, সাফল্য-ব্যর্থতার হিসাব কষতেই কেটে যায় আমাদের দিন-রাত্রিগুলো। দিকভোলা হয়ে এই দুনিয়াতে আমরা হেঁটে চলছি। দুনিয়ার রূপ-রস, গন্ধে আমরা ভুলে যাই পরজনমের পাথেয় সংগ্রহ করার কথা। আসলে এই দুনিয়া কোনো কালেই মুমিনের জন্য সুখের ছিল না। দুনিয়া হলো মুমিনের কারাগার। কারাগারের কয়েদিরা কি সুখে থাকে? মুমিনের সুখ তো ওপারে। জান্নাতে।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার আর কাফিরদের জন্য জান্নাতস্বরূপ।'[২]

দুনিয়া কী? দুনিয়ার সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত? এখানে মানুষ কেন আসে? আবার কেনই-বা ক'দিন পরে চলে যায়? আমাদের রব, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং সালাফগণ দুনিয়াকে কোন চোখে দেখতেন। তারা দুনিয়ার মোহ থেকে বেঁচে থেকে কীভাবে যুহুদ অবলম্বন করতেন এই বিষয়টি নিয়েই তৃতীয় হিজরি শতকের মহান একজন প্রসিদ্ধ সালাফ ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু রচনা করেছেন ***'কিতাবুয যুহুদ'*** নামক একটি পুস্তিকা। তারই

---

[১] ইবনু মাজাহ, হাদিস নং—৪১১৪। সনদ সহিহ।
[২] সহিহ মুসলিম: ২৯৫৬।

অনূদিত রূপ হলো—***সালাফদের চোখে দুনিয়া।*** প্রিয় পাঠক, সালাফদের রেখে যাওয়া মুক্তোতুল্য সেই সম্পদ এখন আপনার হাতে।

অনূদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করা হয়েছে। সেগুলো পাঠক-সমীপে পেশ করছি:

১. মূল কিতাবে লেখক তাঁর প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে শিরোনাম ব্যবহার করেননি। কিন্তু পাঠকের উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে উপযোগী শিরোনাম উল্লেখ করে দিয়েছি, যাতে কোন বর্ণনাতে কী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা সহজে পাঠকের বোধগম্য হয়। আবার অনেকগুলো বর্ণনাকে কেন্দ্র করে মূল একটি শিরোনাম দিয়েছি, এই শিরোনামের সবগুলো বর্ণনা একই আলোচনার ওপর নাও হতে পারে। এটা দেওয়ার কারণ হলো—যাতে বইটি পাঠসুখ্য হয়।

২. অনূদিত বইটির উপস্থাপনা সরল করতে পূর্ণ সনদকে পরিহার করে কেবল শেষোক্ত জনের নামটিই রেখেছি। যাতে দীর্ঘ সনদ পাঠে—পাঠক ক্লান্ত হয়ে না পড়ে।

৩. বইটিতে উল্লিখিত আরবি কবিতাগুলোকে কাব্যাকারে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। কাব্য মিলাতে গিয়ে অনেক জায়গায় ভাবানুবাদ এবং দু-চার শব্দ সংযোজন করে দিয়েছি। ফলে কোথাও মূল আরবি কবিতার সাথে নাও মিলতে পারে। আবার কিছু কবিতাকে কাব্যহীনভাবে অনুবাদ করেছি, যাতে বইটি একেবারে কবিতার কোনো বই না হয়ে যায়।

৪. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি দুটি নুসখা থেকে সহায়তা নিয়েছি। ১. *আয যুহ্দ* যেটি মাকতাবায়ে শামেলাতে পাওয়া যায়। এটা দামেশকের দারু ইবনে কাসির থেকে প্রকাশিত। ২. শাইখ ইয়াসিন মুহাম্মাদ সাওয়াছ-এর তাখরিজ ও তালিলকৃত যেটা দামেশকের মাকতাবাতুন নূর থেকে প্রকাশিত নুসখা। এ নুসখা থেকেই অনেক উপকার লাভ করেছি। অনুবাদ করার সময় কোথাও কোথাও পাঠকের উপকারের প্রতি খেয়াল করে আক্ষরিক অনুবাদ না করে বাধ্য হয়ে ভাবানুবাদের আশ্রয় নিয়েছি। তবে তা একেবারেই ভাবানুবাদ না।

৫. লেখক একই বর্ণনা একাধিকবার বিভিন্ন স্থানে এনেছেন, আমি সেগুলোকে একবারই অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। যাতে করে একই বর্ণনা একাধিকবার আসার কারণে পাঠককে বিরক্তি স্পর্শ করতে না পারে। আবার কোথাও কিছু কবিতার অর্থ খুবই দুর্বোধ্য হওয়ায় সেগুলো অনুবাদ করা হয়নি। তবে তা বেশি না।

৬. টীকাতে হাদিস এবং বর্ণনাগুলোর উৎস বলে দিয়েছি। আয়াত ও হাদিস ও কাব্যিক কবিতাগুলোর ক্ষেত্রে মূল আরবি পাঠ উল্লেখ করে দিয়েছি।

৭. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি সাবলীল রাখতে অনেক চেষ্টা করেছি। তা ছাড়া ভুল-ভ্রান্তি মানুষের ওয়ারিসসূত্রে পাওয়া সম্পদ। তাই যদি কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করব ইনশা আল্লাহ।

প্রিয় পাঠক, অনেক কথা হয়ে গেল, আর নয়। এবার তাহলে—আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করি সালাফদের রেখে যাওয়া এক অমূল্য সম্পদ ***সালাফদের চোখে দুনিয়া***-এর ফুল বাগানে।

—সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজারীবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
১৫-১১-২০১৯ খ্রি.

সম্পাদকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ.

'দুনিয়া বড়ই মনোহরী ও আবেদনাময়ী। আল্লাহ তোমাদেরকে এই দুনিয়ার প্রতিনিধি করবেন। অতঃপর দেখবেন, তোমরা দুনিয়ার সঙ্গে কেমন আচরণ করো! (মহান আল্লাহর কতটুকু ইবাদাত করো!) সুতরাং তোমরা দুনিয়াকে ভয় করো। নারীদের ব্যাপারে সাবধান থাকো। কারণ, বনি ইসরাইলের প্রথম ফিতনা ছিল নারী কেন্দ্রিক।[৩]

উল্লিখিত হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়ার সংক্ষিপ্ত দুটি গুণ বর্ণনা করে আমাদেরকে বলছেন, মহান আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তার প্রতিনিধি করেছেন তোমাদের কর্মধারা ও গতিবিধি পরখ করার জন্য; দুনিয়ার সঙ্গে তোমাদের আচরণ ও সম্পর্ক

[৩] সহিহ মুসলিম, হাদিস: ২৭৪২

মূল্যায়ন করার জন্য। কাজেই দুনিয়া পেলে স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে ওঠা যাবে না। আবার হাতছাড়া হয়ে গেলে হতাশায় মুষড়ে পড়া যাবে না; বরং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

এরপর তিনি দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মাত্রা ও পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়ে বলছেন, তোমরা দুনিয়াকে ভয় করবে। নারীদের ব্যাপারে সাবধান থাকবে। দুনিয়ার আলোচনার অব্যবহিত পরেই নারীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি অতি সূক্ষ্ম; তবে তীব্রভাবে এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, নারী যেমন রূপ-সৌন্দর্য দিয়ে পুরুষকে তার প্রতি আকর্ষণ করে; তেমনি দুনিয়াও তার ধন-সম্পদ দিয়ে মানুষকে তার প্রতি প্ররোচিত করে। কাজেই নারী কেন্দ্রিক গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য যতটা সতর্ক ও সাবধান থাকতে হয়; দুনিয়ার মায়া-মোহ থেকে মুক্ত থাকার জন্যও ঠিক ততটা সতর্ক ও সাবধান থাকতে হবে। অন্যথায় ফিতনা ও বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে আমরা দুনিয়ার সঙ্গে পরিমিত সম্পর্ক গড়ে তুলব? কীভাবে তার প্রবঞ্চনা এড়িয়ে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপন করব? প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর উত্তর খুবই সহজ। কারণ, আমরা জানি, কারও সঙ্গে পরিমিত সম্পর্কে গড়ে তুলতে হলে কিংবা কারও সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হলে, তার প্রকৃতি সম্পর্কে ভালো করে জানতে হয়; একেবারে গোড়া থেকে তার পরিচয় উদ্ধার করতে হয়; সেই সাথে তার আচরণ, অভ্যাস, সামর্থ্য ও তার সাথে সম্পর্কিতদের শেষ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করতে হয়। এই কাজগুলো করা গেলে যে-কারও সঙ্গে পরিমিত সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তার ক্ষতি ও প্রবঞ্চনা এড়িয়ে নিরাপদে জীবন নির্বাহ করা সম্ভব।

তবে এই প্রাথমিক কাজগুলো আমাদের অনেকের কাছে কষ্টসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ মনে হতে পারে ভেবে, ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু *কিতাবুয যুহুদ* নামে কালজয়ী একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই অনবদ্য গ্রন্থে তিনি একদিকে মহান আল্লাহ, প্রিয়নবি ও সালাফদের উদ্ধৃতিতে দুনিয়ার পরিচয়, প্রকৃতি, চরিত্র তুলে ধরেছেন; অন্যদিকে কুরআন-হাদিসের আলোকে দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের তাৎপর্য, সম্পর্ক স্থাপনকারীদের ভয়াবহ পরিণাম, পরিমিত সম্পর্ক রক্ষাকারীদের অবস্থা এবং সম্পর্ক ছিন্নকারীদের শুভ পরিণতি ব্যাখ্যা করেছেন।

এই মূল্যবান বইটি বাঙালি পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে—*সালাফদের চোখে দুনিয়া নামো*[৪] আশা করছি, বইটি পাঠককে দুনিয়া ও দুনিয়াদার সম্পর্কে সম্যক একটি ধারণা দেবে এবং দুনিয়ার সঙ্গে পরিমিত, নিরাপদ ও ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

—আকরাম হোসাইন
লেখক ও সম্পাদক

---

[৪] বইটি অনুবাদ করেছেন প্রিয় সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ। মূল বইয়ের ভেতরে কোনো শিরোনাম ছিল না। অনুবাদক আপন সৃজনশীলতা কাজে লাগিয়ে বিষয়ভিত্তিক হাদিসগুলো ছোটি ছোটি শিরোনামে উপস্থাপন করেছেন। সম্পাদনার সময় ভাষা ও বিষয়গত পরিমার্জনের পাশাপাশি শিরোনাম ও উপশিরোনাম ঢেলে সাজানো হয়েছে। মূল বইয়ের প্রধান প্রতিপাদ্য ও মৌলিক বিষয়গুলো অধ্যায় আকারে প্রধান শিরোনামে আনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আলোচনা উপশিরোনামে অধ্যায়ের অধীনে এসেছে। ফলে মূল বইয়ের কাঠামো, বিন্যাস ও হাদিসের ক্রমিক সংখ্যা ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি—আমূল পাল্টে গেছে। এ ছাড়াও পুনরুক্তির কারণে বেশ কিছু হাদিস ও আসার বাদ পড়েছে। প্রাসঙ্গিকতা বিচারে কিছু কবিতা ও কবিতাংশও ঝরে পড়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সংক্ষেপন বা দীর্ঘায়ন করা হয়েছে। বইটিকে মানোত্তীর্ণ করার জন্য এবং পাঠককে দুনিয়া সম্পর্কে খুব সহজে স্বচ্ছ ও সামগ্রিক ধারণা দেওয়ার জন্য এই পরিবর্তনটুকু অনিবার্য ছিল বলে মনে করি।

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম ও বংশ

আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ইবনু সুফিয়ান আল কুরাশি। তাঁর পর দাদা সুফিয়ান ইবনু কায়েস ছিলেন বনু উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম। সে নিসবতে তাঁকে 'উমাবি ও কুরাশি' বলা হয়।

জন্ম

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু ২০৮ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষাদীক্ষা

বাল্যকাল থেকেই তিনি বাগদাদে ইলম শিক্ষা করতে মনোযোগ দেন। বাগদাদে বড় বড় শাইখদের থেকে তিনি ইলম ও আদব শিক্ষা করেন।

তাঁর উস্তাদ

ইমাম মিযযি রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, তাঁর উস্তাদের সংখ্যা অনেক। প্রায় ১২০ জন হবে।

খতিবে বাগদাদি রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু তাঁর পিতা থেকে শুরু করে সাইদ ইবনু সুলাইমান, ইবরাহিম ইবনু মুনযির আল হিযামিসহ বিজ্ঞ ইমামদের থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।'

তাঁর শাগরিদ

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহুর শাগরিদ ছিলেন অনেক। তাঁর শাগরিদের মধ্যে হারিস ইবনু উসামা, মুহাম্মাদ ইবনু খালক ওয়াকি, আবদুর রহমান আল সুকরি, আবদুর রহমান ইবনু হাতেম রহিমাহুল্লাহুমসহ আরও অনেক বিজ্ঞ আলিম তাঁর থেকে ইলম এবং আদব অর্জন করেছেন।

লিখিত কিতাবাদি

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু অনেক কিতাবাদি রচনা করেন। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তিনি প্রায় ১৬২ টি কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবের নাম নিম্নে পেশ করা হলো :

১. আল ইখলাস ওয়ান নিয়্যাহ। ২. আল ইখওয়ান। ৩. ইসলাহুল মাল। ৪. আল আহওয়াল। ৫. আল আওলিয়া। ৬. তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল। ৭. আত তাওবা ৮. আত তাওয়াযু। ৯. আত তাওয়াক্কুল। ১০. আল হিলমু। ১১. যাম্মুল গিবাহ। ১২. যাম্মুদ দুনিয়া। ১৩. আশ শোকর। ১৪. আশ শিদ্দাতু বা'দাল ফারাজ। ১৫. আয যুহুদ। ১৬. আস সামত ও হিফযুল লিসান। ১৭. আল ইখলাস।

এ ছাড়াও তাঁর অসংখ্য রচনাবলি রয়েছে।

তাঁর ব্যাপারে অন্যান্যদের প্রশংসাবাণী

ইবনু ইসহাক রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া আল্লাহ তাআলা রহম করুক, তাঁর মৃত্যুর সাথে অনেক ইলমের মৃত্যু হয়ে গেছে।'

ইবনু আবু হাতেম রহিমাহুল্লাহু বলেছেন, 'আমি আমার বাবার সাথে তাঁর হাদিস লিখেছি। বাবা বলেছেন, তিনি সত্যবাদী।'

মৃত্যু

আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া রহিমাহুল্লাহু ২৮১ হিজরি সনে জুমাদাল উলা মাসে বাগদাদ শহরে ইন্তেকাল করেন। 'শাওনিযিয়্যাহ' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সূচিপত্র

দুনিয়ার পরিচয়, প্রকৃতি ও চরিত্র

দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার ৩৩
দুনিয়া নর্দমার আবর্জনা ৩৩
দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানা ৩৪
দুনিয়ার মুখে দুনিয়ার পরিচয় ৩৪
দুনিয়া জাদুকর ৩৫
দুনিয়া একঢোক পানি মাত্র ৩৫
দুনিয়া অভদ্র ও ঝগড়াটে ৩৬
দুনিয়া ঘৃণার পাত্র ৩৬
দুনিয়া ছলনাময়ী ৩৬
গুরুত্বহীন বস্তুই দুনিয়া ৩৭
দুনিয়া পরকালের বাজার ৩৮
দুনিয়া খরগোশের একটি লাফ মাত্র ৩৮
দুনিয়া আখিরাতের জন্য গনিমত ৩৮
দুনিয়া প্রাণঘাতী ৩৮
দুনিয়া গাছের ছায়ার মতো ৩৮
দুনিয়া আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্র ৩৯
দুনিয়ার অংশটুকু জাহান্নামে যাবে ৪০
দুনিয়া অভিশপ্ত ৪০
দুনিয়ার ওপর আখিরাতের প্রাধান্য ৪০
দুনিয়ার সঙ্গে নবিজির কথোপকথন ৪১
দুনিয়া তার, আখিরাতে যার কোনো অংশ নেই ৪২
দুনিয়ার স্বরূপ ৪২
দুনিয়া একটি পরীক্ষাগার ৪২
দুনিয়া সাময়িক স্বপ্নমাত্র ৪৩

দুনিয়ার মূল্য

দুনিয়া মাছির ডানার চেয়েও তুচ্ছ ৪৪
দুনিয়া মৃত বকরির চেয়েও মূল্যহীন ৪৫
দুনিয়া তুচ্ছ বলেই পাপীদের আহার জোটে ৪৬
এ জীবন মরিচীকাময় ৪৬

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত

দুনিয়া বৃদ্ধা নারীর মতো ৪৮
দুনিয়া প্রাণ সংহারকারী পত্নির মতো ৪৯
গল্পে দুনিয়ার স্বরূপ উন্মোচন ৫০
দুনিয়া যেন সরাইখানা ৫১
দুনিয়া ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের মতো ৫২
নুহ আলাইহিস সালামের দৃষ্টিতে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ৫২
দুনিয়া ও আল্লাহর কথোপকথন ৫৩

দুনিয়া যেন বিষাক্ত সাপ ৫৩
দুনিয়া সুখের জায়গা নয় ৫৪
দুনিয়া হলো ক্ষণপুর ৫৫
দুনিয়া হলো পানির মতো ৫৫

দুনিয়ার প্রতারণা

দুনিয়া বিশ্বাস ঘাতকতার পরম ক্ষেত্র ৫৬
প্রতারণা দুনিয়া ও দুনিয়ার মানুষের মজ্জাগত ৫৭
দুনিয়া ধোঁকায় পূর্ণ ৫৭
দুনিয়া সবাইকে ফাঁদে ফেলে ৫৮

দুনিয়াদার ও তার পরিণতি

জাহান্নাম আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে ৫৯
দুনিয়াদার যখন মনিব ৬০
বনি ইসরাইলের ধ্বংসের কারণ ছিল দুনিয়া ৬০
দুনিয়ার মোহগ্রস্ত হৃদয় নিস্তরঙ্গ ৬১
দুনিয়াদারদের জন্য আফসোস ৬১
দুনিয়াদার ধিকৃত; দুনিয়া নয় ৬২

দুনিয়াদার ইবাদতের স্বাদ পায় না ৬৩
দুনিয়াদার ভুল ধারণার শিকার হয় ৬৩
দুনিয়ার চিন্তা আখিরাতের চিন্তাকে দূর করে দেয় ৬৩
একটি চিঠির হৃদয় নিংড়ানো কথা ৬৪
দুনিয়াদার দ্বীন বিসর্জন দেয় ৬৪
দুনিয়ার মহব্বত পোষণ করা অনুচিত ৬৪
উমর ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহুর চিঠি ৬৫
দুনিয়াদারদের এক বিস্ময়কর ঘটনা ৬৬

যুহুদ ও দুনিয়াবিমুখতার পরিচয় ও ফলাফল

যুহুদের পরিচয় ৬৮
যুহুদের প্রাথমিক সংজ্ঞা ৬৯
যুহুদ বা দুনিয়াবিমুখতার অর্থ ৬৯
যুহুদের ব্যাখ্যা ৬৯
যুহুদের আরও কিছু ব্যাখ্যা ৬৯
যুহুদ মানে চাহিদার লাগাম টেনে ধরা ৭০
যুহুদের নিগূঢ় অর্থ ৭০
সর্বোত্তম যুহুদ ৭০
যুহুদের প্রকার ৭১
যুহুদ কাকে বলে? ৭১
দুনিয়াবিমুখতা হৃদয়ে প্রশান্তি আনে ৭১
দুনিয়া ত্যাগীদেরকে বিয়ের দাওয়াত ৭২
দুনিয়াত্যাগীরা আখিরাতে ওলিমার দাওয়াত খাবে ৭২
প্রকৃত ফকিহ কে? ৭৩
আবু যর গিফারির যুহুদ ৭৩
মুসাফিরদের কি বিলাসিতা সাজে? ৭৪
যুহুদের ফলাফল ৭৪
সর্বোত্তম ইবাদাত ৭৪
যুহুদ হলো অন্তরের সচ্ছলতা ৭৫
দুনিয়াবিমুখতায় আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয় ৭৫
দুনিয়াবিমুখীরাই সৌভাগ্যবান ৭৫
প্রকৃত যাহিদ ৭৫
আলিমদের প্রতি... ৭৬
সবকিছু আল্লাহর জন্যই করার নাম 'যুহুদ' ৭৬

এ কাল আর সে কাল ৭৬
মানুষ তিন প্রকার ৭৬
দুনিয়ার স্বরূপ বোঝা আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ৭৭

দুনিয়ার মোহ ও তার ক্ষতি

দুনিয়ার মোহ সমস্ত পাপের মূল ৭৮
দুনিয়া-বিষয়ে ইবলিস ও তার দোসরদের কথোপকথন ৭৮
দুনিয়ার ভালোবাসা যখন হৃদয়ে গেঁথে যায় ৭৯
দুর্ভাগ্যের লক্ষণ ৮০
দুনিয়ামুখী হলে জীবন হয় বিক্ষিপ্ত ৮১
দুটি পত্র ও তার বার্তা ৮১
দুনিয়ালোভীরা কতই-না বোকা! ৮৪
দুনিয়ালোভী রহমত থেকে বঞ্চিত হয় ৮৫
দুনিয়ালোভীরা পিপাসার্ত ব্যক্তির মতো ৮৫
দুনিয়ালোভীরা ধর্মের সওদা করে ৮৬
দুনিয়ালোভীরা দুর্ভাগা ৮৬
দুনিয়ালোভীরা জাহান্নামে যাবে ৮৬
দুনিয়ালোভীরা কুকুরের মতো ৮৮

দুনিয়ার ব্যাপারে কয়েকটি আন্তরিক অসিয়ত ও উপদেশ

নবিজির আন্তরিক অসিয়ত ৮৯
সংক্ষিপ্ত দুটি নাসিহা ৯০
দুনিয়া ও আখিরাত দুই সতীনের মতো ৯০
দুনিয়া তাদেরকে দিয়ে দাও ৯০
ইসা ইবনু মারয়ামের কয়েকটি নাসিহা ৯০
দুনিয়া কারও উপকার করে না ৯১
দুনিয়া যার কম অর্জন হয়েছে সে সফল ৯১
সাথিদের প্রতি সালাফদের নাসিহা ৯২
ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাসিহা ৯২
দু-কূলের বাদশা হবে যেভাবে ৯৩
বিশিষ্টজনদের অসিয়ত ৯৩
দুনিয়া যেন হৃদয়কে ব্যস্ত না রাখে ৯৬

দুনিয়ার জালে আটকা পড়ো না ৯৬
যে নিজেকে সংশোধন করতে চায় ৯৬
আজকের দিনটিকে গনিমত মনে করো ৯৬
দুনিয়াকে অপছন্দ করো; আল্লাহ ভালোবাসবেন ৯৭
ওপারে ফেরার প্রস্তুতি নাও ৯৭
স্বার্থান্বেষী আলিম ও একটি সতর্কবার্তা ৯৮
ছেঁড়া পাতার অমূল্য নাসিহা ৯৮
দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়া ৯৮
সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও এক আবেদের কথা ৯৯
দুনিয়ার ভালোবাসা থেকে পানাহ চাও ৯৯
দুনিয়াকে চিরস্থায়ী ঘর বানিও না ১০০
এই দুনিয়ার হিসাব তোমাকে দিতে হবে ১০০
অতীত থেকে শিক্ষা ১০১
প্রকৃত সফলতা ১০১
এক নারীর মূল্যবান উপদেশ ১০১
পুত্রের প্রতি পিতার নাসিহা ১০১
একটি চিঠি ও কয়েকটি উপদেশ ১০২
যদি ইবাদাতে মজা পেতে চাও ১০২
দুনিয়া ও আখিরাত একই পাত্রে জমা হয় না ১০৩
দুনিয়া ও আখিরাতকে এক সাথে ভালোবাসা যায় না ১০৩
দুনিয়া খুবই সামান্য ১০৩
দুনিয়ার প্রতি যার ভাবনা প্রবল ১০৪
দুনিয়ার ভালোবাসা সমস্ত পাপের মূল ১০৪
সকাল-সন্ধ্যা বিদায়ের ডাক ১০৪
সালাফদের ব্যস্ততা ১০৫
আমাকে নিস্তার দাও ১০৫
গভীর রাতে ঘুমে বিভোর হয়ে যেয়ো না ১০৫
আখিরাতের কাজ দ্রুত করা ভালো ১০৬
পরকালের জন্য সঞ্চয় করো ১০৬
পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করো ১০৬
সালাফরা কোনো অবস্থায়ই ইবাদাত ছাড়তেন না ১০৭
দুনিয়া ও আখিরাত কখনো সহাবস্থান করে না ১০৮

প্রকৃত মুমিন ও যাহিদের প্রাপ্তি ও প্রতিদান

মুমিন যেন একজন মুসাফির ১০৯
দুনিয়ায় মুমিনের মৌলিক প্রয়োজন চারটি ১০৯
দুনিয়াবিমুখতা হৃদয়ে প্রশান্তির ঢেউ তুলে ১১০
জান্নাতে বাড়ি ১১০
দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম ১১০
দুনিয়াবিমুখরা আখিরাতে নূরের মেলায় মিলিত হবে ১১১
দুনিয়াবিরাগদের জন্য সুসংবাদ ১১১
আখিরাতমুখী জীবনে সুখের দোলা ১১২
দুনিয়া ত্যাগীগণ ওপারে নিশ্চিন্ত থাকবে ১১২
ইসা নবির জীবনবেলা ১১২
দুনিয়াবিমুখতা দেহ-মনে প্রশান্তি বয়ে আনে ১১৩
কিয়ামতের দিন দুনিয়াবিমুখগণ পোশাক পরিহিত থাকবে ১১৪
দুনিয়াবিমুখতার সুখ ১১৪
এক কথায় সুখের সন্ধান ১১৪
দুনিয়াবিমুখতার উপকার ১১৪
বিদায় বেলার অশ্রুগুলো ১১৫
প্রিয়তমার প্রতি স্বামীর আন্তরিক উপদেশ ১১৫
হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহুর হৃদয় ছোঁয়া নসিহত ১১৫
বিদায় বেলার কথা ১১৬
নবিজির সবচেয়ে নিকটে থাকবে দুনিয়াবিমুখরা ১১৬
দুনিয়াবিমুখতার ফলাফল ১১৭
সবচেয়ে বড় দুনিয়াবিমুখ ১১৭
যে বেশি উত্তম ১১৮
আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুহুদের পাঠ ১১৮
সাহাবিরা যতটুকু সম্পদ রাখতেন ১১৮
দ্বীনের প্রিয় স্বভাব ১১৯
প্রিয়নবির সতর্কবাণী ১১৯

কবিদের দৃষ্টিতে দুনিয়া ও দুনিয়াদার

দুনিয়া এক রঙিন স্বপ্ন ১২১
দুনিয়াটা শেষ বিকেলের ছায়ার মতো ১২১
দুনিয়া অপস্রিয়মাণ ছায়া ১২২
দুনিয়ালোভী, বলছি তোমায় ১২৩

দুনিয়াবিমুখতা জান্নাতের চাবি ১২৫
আনন্দ ও বাস্তবতা ১২৫
অন্যের সম্পদ দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই ১২৫
এ জীবন ধোঁকার জালে গাঁথা ১২৬
অবশেষে মানুষ খালি হাতে চলে যায় ১২৮
দুনিয়াকে আপন করলে দুঃখে ছেয়ে যাবে জীবন ১২৯
ধোঁকার জলে ডুব দিয়ো না ১২৯
দুনিয়া একটি মধুময় স্বপ্ন ১৩০
একদিন বিদায়-ঘণ্টা বেজে উঠবে ১৩১
দুনিয়া নিয়ে গুচ্ছকবিতা ১৩২
ভালো-মন্দ বোঝার উপায় ১৩৩
কবিতার সুরে-সুরে এই দুনিয়া ১৩৪
কবিতার নিবেদন বুঝে নিয়ো ১৩৭
একজন মহিলার কবিতা ১৩৯
দুনিয়ার ধোঁকায় পড়ো না ১৪০
দুনিয়া হলো জান্নাত কিংবা জাহান্নামের রাস্তা ১৪১
দুনিয়াটা সুখের স্বপ্ন ১৪১
দুনিয়া দুশ্চিন্তার জায়গা ১৪২
দুনিয়া সবাইকে ধ্বংস করে ১৪৩
কুরাসি রহিমাহুল্লাহুর কবিতা ১৪৫
দুনিয়ার হালচাল ১৪৬
দুনিয়ার ভালোবাসা খুবই বিপজ্জনক ১৪৮
তবুও মানুষ দুনিয়া ছাড়ে না ১৪৮
তোমাকে যে কথাগুলো বলা হয়নি ১৪৯
দুনিয়া মানুষের দুঃখ বাড়ায় ১৫১
দুনিয়ার ক্ষতি আছে ১৫৩
কবিতার আকুতি ১৫৪
গুচ্ছকবিতা ১৫৫
এই তো দুনিয়া ১৫৬
দুনিয়া এক স্বপ্নের মতো ১৫৭
অন্তমিলহীন কবিতা ১৫৮
এটাই জীবন, এটাই দুনিয়া ১৫৮
দুনিয়ার সুখ বেশি দিন থাকে না ১৫৯
দুনিয়া নিয়ে আমি যথেষ্ট ভেবেছি ১৬০

দুনিয়ার লোভ শেষ হবার নয় ১৬১
ফিরে এসো নীড়ে ১৬২
কবিতার আকুতি ১৬৩

সালাফদের জীবনাচার ও দুনিয়া সম্পর্কে তাদের মূল্যায়ন

আল্লাহ যেন আমাকে দুনিয়ার পেছনে ব্যতিব্যস্ত না রাখেন ১৬৫
দুনিয়া ধাত্রী আর আখিরাত মায়ের সমতুল্য ১৬৫
দুনিয়াকে দুনিয়া নামে নামকরণের কারণ ১৬৬
ইবলিস এবং ইসা আলাইহিস সালাম ১৬৬
দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক ১৬৬
এই দুনিয়া গনিমত ১৬৭
সালাফদের জীবনকথা ১৬৭
আমাদের সুখ আখিরাতে; দুনিয়ায় নয় ১৬৮
শেষ বেলার আফসোসগুলি ১৬৯
তাদের সুখ এপারে; আর আমাদের সুখ ওপারে ১৬৯
দুনিয়া পায়ের নিচের মাটি থেকেও তুচ্ছ ১৭০
কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন ও তার উত্তর ১৭০
সালাফদের দৃষ্টিতে দুনিয়াদার ১৭১
দুনিয়ার দুঃখ-সুখ চিরস্থায়ী না ১৭১
দিন-রাত গনিমতের মতো ১৭১
একজন সালাফের অবস্থা ১৭১
সালাফদের আফসোস ১৭২
সাহাবিদের চাওয়া-পাওয়া ১৭৩
সালাফরা যাদের ব্যাপারে অবাক হতেন ১৭৩
একজন নারী ১৭৪
জীবনের প্রদীপ নিভে যাবে একদিন ১৭৪
সালাফদের জীবন ১৭৪
একদিন তোমাদের জীবনটা পাল্টে যাবে ১৭৪
দুনিয়ায় কেউ চিরস্থায়ী হয় না; হবেও না ১৭৫
দুনিয়ার ভালোবাসা থাকলে হৃদয়ে পাপেরা বাসা বাঁধে ১৭৬
দুনিয়া মানুষকে ধ্বংস করে ১৭৬
দুনিয়া নিন্দিত ১৭৬
মানুষের অবস্থা ১৭৭

ওপারের সুখ চিরদিনের ১৭৭
এখানকার প্রাচুর্য ক্ষণিকের ১৭৭
দুনিয়া অর্জনে যে খুশি হবে ১৭৭
তিনটি জিনিস কাফিরের বৈশিষ্ট্য ১৭৭
দুনিয়াটা আসলেই তুচ্ছ ১৭৮
পরকালের প্রস্তুতি ১৭৮
ইসা আলাইহিস সালাম ও জনৈকা বৃদ্ধা ১৭৮
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ১৭৯
আবু উবাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা ১৮০
আরেকটি ঘটনা ১৮১
দুনিয়াবিমুখ হলে সবার ভালোবাসা পাবে ১৮১
যুহুদের জন্য দোয়া ১৮২
সালাফদের ঘরোয়া আলাপ ১৮৩
প্রকৃত যাহিদ যে হবে ১৮৩
দুনিয়া এক অকূল দরিয়া ১৮৩
দুনিয়ার মাধ্যমে যদি পরীক্ষা না নেওয়া হতো! ১৮৩
দুনিয়া থাকার জায়গা নয় ১৮৪
যেটা ভাগ্যে আছে সেটা পাবেই ১৮৪
দুনিয়া নিয়ে সালাফদের অনুভূতি ১৮৪
প্রকৃত সুখী ১৮৫
দুনিয়া ময়লার স্তূপের মতো ১৮৫
সাহাবিরা দুনিয়াবিমুখ ছিলেন ১৮৫
সাহাবারা যেমন ছিলেন ১৮৬
সালাফরা আখিরাতমুখী ছিলেন ১৮৬
বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন ১৮৭
হারিয়ে যাওয়া মুক্তো ১৮৭
সালাফদের চোখে দুনিয়াত্যাগী ১৮৭
দুনিয়াবিমুখরা আজ কোথায় ১৮৮
আখিরাতে যার বাড়ি নেই, দুনিয়া তার বাড়ি ১৮৮
দুনিয়া অভিশপ্ত ১৮৮
সালাফদের চাওয়া-পাওয়া ১৮৯
বড় আফসোসের কথা ১৮৯
দুনিয়াটা খুবই তিক্ত ১৮৯
এ জীবন নগণ্য ১৯০

একটি চিঠি ১৯০
দুনিয়া বেশি দিন টিকবে না ১৯১
প্রয়োজন ফুরালে দুনিয়া মানুষকে ছুড়ে ফেলে ১৯১
তোমারা দুনিয়াকে যে চোখে দেখো ১৯১
আরেকজন সালাফের হৃদয়ের অবস্থা ১৯২

যুহুদ ও যাহিদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য

যুহুদের পরিচয় ১৯৩
প্রকৃত দুনিয়াত্যাগী ১৯৪
প্রকৃত যাহিদ কে? ১৯৪
সালাফদের মনের অবস্থা ১৯৪
যুহুদের উদ্দেশ্য ১৯৫

দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের পত্রালাপ

দুনিয়ার ফাঁদে পা দেবে না ১৯৬
যে জীবন অস্থায়ী সে জীবন আপনার নয় ১৯৭
দুনিয়ার ভালোবাসা মানুষকে অন্ধ বানিয়ে দেয় ১৯৮
ক্ষণস্থায়ী জীবন আমাদের নয় ১৯৮
দুনিয়া মুসাফিরখানার মতো ১৯৮
প্রিয়দের প্রতি প্রিয়দের চিঠি ১৯৯
অচিরেই সফর করতে হবে ১৯৯
যেভাবে যুহুদ অবলম্বন করবেন ২০২
চিরকুটের কথাগুলো ২০২
সালাফদের চিঠি ২০৩
ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের নাসিহা ২০৪
নিজেকে প্রাণহীন দেহ ভাববেন ২০৪

সালাফদের খুতবা ও ভাষণে দুনিয়া ও আখিরাত

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ভাষণ ২০৭
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর নাসিহা ২০৮
হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহুর জুমার খুতবা ২০৮
শেষ বেলার কথাগুলি ২০৯
হৃদয়ছোঁয়া খুতবা ২১০
বিদায়ের প্রস্তুতি নাও ২১১

মানুষের প্রতি সকাল-সন্ধ্যার আহ্বান

সকালে মানুষের প্রতি ফেরেশতাদের আহ্বান ২১৩
ভোরের ডাক ২১৪
প্রতিদিনই আল্লাহ মানুষকে সদকা করেন ২১৪
প্রতিটি দিন মানুষকে ডেকে ডেকে সতর্ক করে ২১৫
রাত্রিগুলো যা বলে যায় ২১৫
দিন বলে যায় 'জীবনের এখানে বিদায়' ২১৫
বিদায় বেলায় দিনও শুকরিয়া আদায় করে ২১৬
দিন-রাত্রির অনুরোধটুকু ২১৬
দিন-রাত তোমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ২১৬
দিনের প্রকার ২১৭
আগামী দিনের অপেক্ষায় থেকো না ২১৭
রাত-দিন দুটি আলমারির মতো ২১৮
দিন মানুষের আমলের সাক্ষী হয়ে থাকে ২১৮
দিন-রাতের বার্তা ২১৯
একদিন তুমি শেষ হয়ে যাবে ২১৯
একদিন মৃত্যু এসে দরোজায় কড়াঘাত করবে ২১৯
দিন তোমার মেহমান ২২০
দিন-রাত মানুষকে ধাক্কাতে থাকে ২২০
দিন দুনিয়ায় ফিরতে চায় না ২২০

সালাফদের দোয়ায় দুনিয়া ও আখিরাত

নবিজির দোয়া ২২১
সালাফদের দোয়া ২২১
আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দোয়া ২২৩
সালাফরা রোজ সকালে দুনিয়া থেকে পানাহ চাইতেন ২২৩
সালাফদের শেখানো দোয়া ২২৩

সালাফদের চোখে দুনিয়া ও আখিরাতের গুণগত পার্থক্য

দুনিয়া মুমিনের কারাগার কাফিরের জান্নাত ২২৫
দুনিয়া অর্জিত হয় ত্যাগে; আখিরাত অর্জিত হয় চেষ্টায় ২২৫
ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য ২২৬

আখিরাতের চিন্তা প্রশংসনীয়; দুনিয়ার চিন্তা নিন্দনীয় ২২৭
দুনিয়ার চিন্তা করলে আখিরাতের চিন্তা দূর হয়ে যায় ২২৮
দুনিয়ার স্বাদ আখিরাতের তিক্ততা ২২৮
দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যের লক্ষণ ২২৮
দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হলে ধ্বংস হয়ে যাবে ২২৯
দুনিয়ার নেশা না থাকলে কল্যাণের ওপর থাকবে ২২৯
শ্রেষ্ঠ বীর ২৩০
দুনিয়ার আলোচনা কম করাই ভালো ২৩০
যুহুদের ক্ষেত্রে সতর্কতা ২৩০
যে দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করবে ২৩০
দুনিয়ার ভালোবাসা হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয় ২৩০
আল্লাহ যাকে চান দুনিয়াবিমুখ করে দেন ২৩১
দুনিয়া বোকাদের স্বর্গরাজ্য ২৩১
আখিরাত হলো শেষ গন্তব্য ২৩১
একদিন জীবনের সুতোয় টান পড়বে ২৩২
এ জীবন তোমার নয় ২৩২
দুনিয়ার হিসাব ২৩৩

দুনিয়া ও দুনিয়ার ধনসম্পদের ব্যাপারে সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি

দুনিয়ার আলোচনা কম করাই ভালো ২৩৪
দুনিয়াবিমুখের হিসাব হবে সহজ ২৩৪
দুনিয়াবিমুখের কাছে দুনিয়া নত হয়ে আসে ২৩৫
দুনিয়া কম অর্জন হওয়াই ভালো ২৩৫
দুনিয়ার বরাদ্দ ২৩৬
সালাফদের কয়েকটি অমীয় বচন ২৩৬
যাকে সবাই ঘৃণা করে ২৩৭
যুহুদের মূলনীতি ২৩৭
আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া সামান্য ২৩৭
প্রবঞ্চনা ২৩৭
দুনিয়া আখিরাতের পাথেয় জোগাড় করার স্থান ২৩৮
দুনিয়ায় আসা সহজ ২৩৮
দুনিয়া এখানেই পড়ে থাকবে ২৩৮

দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা

দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্কতা ২৩৯
উম্মতের ব্যাপারে নবিজির ভয় ২৪০
জ্ঞানীদের চোখে দুনিয়া ২৪২
দুনিয়ার জমি-জমার পিছে ছুটো না ২৪২
গরিবরা আল্লাহ তাআলার খুব কাছের ২৪২
হেলায়-খেলায় কাটিয়ে দিয়ো না জীবন ২৪৩
তোমরা দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যাবে ২৪৩
আঁধার রাতের স্বপ্ন ২৪৪

বিবিধ বিষয়ে সালাফদের বাণী ও অবস্থান

কে উত্তম? ২৪৬
আত্মসমালোচনা ২৪৬
জীবন জাগানিয়া বাণী ২৪৭
যে যুহুদ অবলম্বন করবে ২৪৭
তোমাদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ২৪৭
মৃত্যু-রোগ কখনো ভালো হবে না ২৪৮
দুনিয়া নিয়ে লোকেরা ব্যস্ত ২৪৮
মৃত্যুকে স্মরণ করো ২৪৮
আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে হিফাজত করেন ২৪৮
মানুষের অবস্থা যেমন ২৪৯
যুহুদ ছাড়া বুজুর্গ হওয়া যায় না ২৪৯
দুনিয়া অপবিত্র বস্তুর মতো ২৪৯
ইসা আলাইহিস সালামের আফসোস ২৫০
সালাফদের দরবারবিমুখতা ২৫০
যুহুদ নিয়ে আরও কিছু কথা ২৫০
ফিরে দেখা সোনালি অতীত ২৫১
যুহুদ দেহ-মনে আনন্দ বয়ে আনে ২৫১
দুনিয়াবিমুখতা কল্যাণের চাবি ২৫২
মুমিনের অন্তর দাঁড়িপাল্লার মতো ২৫২
দুনিয়াদার ওপারে চিন্তিত থাকবে ২৫২
দুনিয়ার ভালোবাসায় সবাই আবদ্ধ ২৫২
দুনিয়াবিমুখতা থাকলে মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পারে না ২৫৩
দুনিয়ার ব্যাপারে সালাফদের অভিব্যক্তি ২৫৩

দুনিয়া ও আখিরাতের উদাহরণ ২৫৩
দুনিয়ার চিন্তা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় ২৫৩
দুনিয়া চাইলে, দুশ্চিন্তা দেওয়া হয় ২৫৩
দুনিয়া আল্লাহর থেকে দূরে সরার কারণ ২৫৪
দুনিয়াকে তুচ্ছ মনে করো ২৫৫
আল্লাহ কল্যাণ চাইলে দুনিয়া কম করে দেন ২৫৫
বুহাইম রহিমাহুল্লাহুর ভয় ২৫৫
টুকরো কথা ২৫৫
দুনিয়া আল্লাহর চোখে তুচ্ছ ২৫৬
দুনিয়ার ভালোবাসা অন্তরে থাকলে দ্বীনের ভালোবাসা চলে যায় ২৫৬
দুনিয়ার প্রতি মানুষের মোহ ২৫৭
দুনিয়া ও আখিরাত—দুটোই কঠিন ২৫৭
দুনিয়ার ব্যাপারে সাহাবিদের দোয়া ২৫৭
দুনিয়া নাও অর্জিত হতে পারে ২৫৮
এই দুনিয়া সাপের মতো ২৫৮
আখিরাতের ব্যাপারে আমরা উদাসীন ২৫৮
দুনিয়া খুবই স্বল্প ২৫৯
যেভাবে দুনিয়াবিমুখ হবে ২৫৯
দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাও ২৬০
দুনিয়া শূকরের মতো ২৬০
দুনিয়া সম্পর্কে নবিজির ভাষ্য ২৬০
জীবন যেভাবে সুখময় হয় ২৬১
খুব-ই জরুরি হাদিস ২৬১
কিয়ামতের দিন দুনিয়াদারের অবস্থা যেমন হবে ২৬২
দুনিয়া সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ২৬৩

'কিতাবুয যুহদ' কিতাবের হস্তলিখিত

প্রাচীন পাণ্ডুলিপি

الورقة الأولى من النسخة المعتمدة

الورقة قبل الأخيرة من النسخة المعتمدة

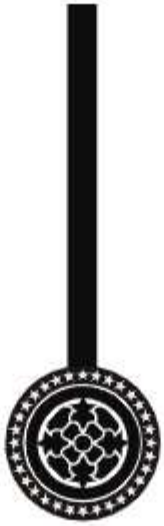

দুনিয়ার পরিচয়, প্রকৃতি ও চরিত্র

দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার

[১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

'দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার আর কাফিরের জন্য জান্নাত।'[১]

দুনিয়া নর্দমার আবর্জনা

[২] একবার বাশির ইবনু কা'ব রহিমাহুল্লাহু তার বন্ধুদেরকে বলেন—

'এসো, আজ আমি তোমাদেরকে দুনিয়ার স্বরূপ দেখাব। এ কথা বলে তিনি তাদেরকে একটি নর্দমার কাছে নিয়ে যান। অতঃপর বলেন, দুনিয়া হলো নর্দমায় পড়ে থাকা মৃত প্রাণী, পচা ফলমূল এবং খাবারের উচ্ছিষ্টের মতো।'[২]

---

[১] *সহিহ মুসলিম*: ২৯৫৬।

দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানা

[৩] হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহু বলেন—

'তোমরা এখন এমন ঘরে বসবাস করছ, যে ঘর তার মালিকের জন্য খুবই বেমানান। কারণ, এ ঘরটি তোমাদের পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার সময় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ ঘর ধ্বংস করে ফেলা হবে। এই অমোঘ সত্যটি আল্লাহ তোমাদের জানিয়েও দিয়েছেন। কাজেই দুনিয়ার পরীক্ষায় তোমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। দুনিয়ার জীবন পরিচালনার জন্য মহান আল্লাহ যে আদেশ-নিষেধ করেছেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

মনে রাখবে, মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার প্রতি নির্মোহ থাকার আদেশ করেছেন। কোথাও দুনিয়ার প্রতি অনুরাগী হতে বলেননি। যারা আল্লাহর খাঁটি বান্দা, তারা অনুধাবন করতে পারেন যে, দুনিয়া সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর বিশেষ একটি উদ্দেশ্য আছে। আর তা হলো আমলের মাধ্যমে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও পাথেয় সংগ্রহ। বান্দার আমলের ওপর ভিত্তি করেই আল্লাহ তাআলা জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ফায়সালা করবেন। যারা জান্নাতে যাবে, তারা অনেক সুখে থাকবে। আর যারা জাহান্নামে যাবে, তাদের দুঃখের কোনো সীমা থাকবে না। তারা চিরকাল জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

দুনিয়া হলো 'দারুল আমাল' বা আখিরাতের সওদা খরিদ করার উন্মুক্ত বাজার। এখান থেকেই আখিরাতের বাজার করে নিতে হবে। যারা দুনিয়ার ব্যাপারে নির্মোহ থাকে, তারাই ভাগ্যবান। আর যারা দুনিয়ার মোহে পড়ে, তারাই হতভাগা।

শুনে রাখো, দুনিয়ার জীবন ক্ষয়ের। আখিরাতের জীবন চিরকালের। কাজেই দুনিয়ার সামান্য সুখের জন্য আখিরাতের অনন্তকালের সুখকে বিসর্জন দিয়ো না।'

দুনিয়ার মুখে দুনিয়ার পরিচয়

[৪] ফুদাইল ইবনু ইয়াজ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার জনৈক ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধার সঙ্গে তার দেখা হয়। বৃদ্ধা আপাদমস্ত দামি অলংকার সুন্দর পোশাকে আচ্ছাদিত ছিল। পথচারীরা পেছন থেকে দেখে চোখ ফেরাতে পারছিল না। বারবার তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। কিন্তু সামনে আসতেই তাদের আশা ভঙ্গ হচ্ছিল। কারণ, পেছন থেকে তাকে যতটা

---

[২] *তারিখে দিমাশক*: ১১/১৯১।

আকর্ষণীয় দেখাচ্ছিল, সামনে থেকে ঠিক ততটাই কদাকার দেখাচ্ছিল। কারণ, বৃদ্ধার চোখ দুটি ছিল যেমন বড়, তেমন নীল।

পথচারী লোকটি বৃদ্ধার এই দ্বৈত রূপ দেখে বলল, 'আমি তোমার বিষয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' বৃদ্ধা বলল, 'যতদিন তুমি টাকা-পয়সাকে নিকৃষ্ট না জানবে, ততদিন তুমি আমার হাত থেকে মুক্তি পাবে না।' লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'হে বৃদ্ধা, তুমি কে?' বৃদ্ধা বলল, 'আমি-ই রঙিন দুনিয়া।'[৩]

দুনিয়া জাদুকর

[৫] মালেক ইবনু দিনার রহিমাহুল্লাহু বলেন, দুনিয়া বড়ই আজব জাদুকর। তোমরা এই জাদুকর থেকে দূরে থাকো—অনেক দূরে। দুনিয়া নামক জাদুকরের জাদু অনেক সাংঘাতিক। এই জাদু আলিমদের হৃদয়কেও বশীভূত করে ফেলে।[৪]

[৬] আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِحْذَرُوا الدُّنْيَا؛ فَإِنَّهَا أَسْحَرُ مِنْ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

'তোমরা দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, দুনিয়া 'হারুত-মারুত'-এর চেয়েও বড় জাদুকর।'[৫]

দুনিয়া একঢোক পানি মাত্র

[৭] আবদুল ওয়াহিদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়া কী? দুনিয়া তো বেশি কিছু না। প্রচণ্ড তৃষ্ণার সময় মানুষ মাত্র এক ঢোক পানির বিনিময়ে পুরো দুনিয়া বিক্রি করে দিতে চাইবে।

[৮] মুসতাওরিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন—

وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ

---

[৩] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৯।

[৪] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৩।

[৫] *কানযুল উম্মাল*: ৩/১৮৩। হাদিস—মুনকার।

'বিশাল সমুদ্রে আঙুল চুবিয়ে উঠালে তাতে যতটুকু পানি লেগে থাকে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া ঠিক ততটুকু। সুতরাং তোমরা দুনিয়ার প্রাপ্তি যথাযথভাবে বিচার করো।'[৬]

দুনিয়া অভদ্র ও ঝগড়াটে

[৯] আবু সুলাইমান রহিমাহুল্লাহু বলেন—

কোনো মানুষের অন্তরে আখিরাত জায়গা করে নিলে, দুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেয়। অপরদিকে দুনিয়া কারও অন্তরে এসে বাসা বাঁধলে আখিরাত নীরবে দূরে সরে যায়। কারণ, আখিরাত ভদ্র। আর দুনিয়া অভদ্র ও ঝগড়াটে।[৭]

দুনিয়া ঘৃণার পাত্র

[১০] মুসা ইবনু ইয়াসার রহিমাহুল্লাহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا هُوَ أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا، وَإِنَّهُ مُنْذُ خَلَقَهَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهَا

'মহান আল্লাহ যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন, তন্মধ্যে দুনিয়াই তার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। একারণে সৃষ্টির পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করেননি।'[৮]

দুনিয়া ছলনাময়ী

[১১] আবু জা'ফর রহিমাহুল্লাহু বলেন—

একবার জনৈক জ্ঞানী এক বাদশাহকে বলেন, মহামান্য বাদশা! দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভব যাকে যত বেশি দেওয়া হয়েছে, দুনিয়া তার কাছে তত বেশি নিন্দাযোগ্য। কারণ, দুনিয়া এমন লোকের মানসিক স্বস্তি ও আত্মিক প্রশান্তি কেড়ে নেয়। তখন সে ভয় করে, আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় তার ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায় কিনা! কেউ এসে তার সুখ-সম্ভার কেড়ে নেয় কিনা! কোনো ছদ্মবেশী প্রিয় ভাজন কুক্ষিগত ক্ষমতায় ভাগ

---

[৬] *সহিহ মুসলিম*: ২৮৫৮।

[৭] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২২৪। *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ*: ৪/২২৫।

[৮] *জামিউস সাগির*: ১৭৮০। যয়িফ। মুরসাল। কেউ কেউ মাওযু (বানোয়াট) বলেছেন।

বসায় কিনা! তার নিটোল দেহে সহসাই রোগের প্রকোপ দেখা দেয় কিনা—এসব দুঃশ্চিন্তা তাকে প্রতিনিয়ত কুরে কুরে খায়। সুতরাং দুনিয়া তার কাছেই সবচেয়ে বেশি নিন্দাযোগ্য হওয়া উচিত।

দুনিয়ার চরিত্র ভালো নয়। সে ধরা দিয়ে, আবার পালিয়ে যায়। কাছে টেনে, আবার দূরে ঠেলে দেয়। আশা জাগিয়ে আবার হতাশায় ফেলে দেয়।

মানুষকে সম্পদ কিংবা ভালোবাসা দেওয়া তার স্বভাব নয়। সে একবার কাউকে হাসালে; পরক্ষণেই তাকে হাসির পাত্র বানায়। একবার কারও জন্য মায়াকান্না কাঁদালে; শতবার তাকে চোখের জলে ভাসায়। সকালে কাউকে প্রাচুর্য দিলে; বিকেলেই তাকে ভিখারি বানায়। রাতে কারও মাথায় রাজকীয় মুকুট পরিয়ে দিলে সকালেই তার মানসম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।

দুনিয়া সব সময় স্বার্থপর। কারও জন্ম বা মৃত্যুতে তার কিছু আসে যায় না। এমনকি তার মধ্যে কোনো ভাবান্তরও ঘটে না। কারণ, মৃত্যুর মাধ্যমে যারা তার থেকে দূরে সরে যায়, সে অনায়াসেই তাদের উত্তম বিকল্প পেয়ে যায় এবং এই বিকল্প পেয়েই সে আহ্লাদিত থাকে।

দুনিয়ার বুকে দুঃখ বলতে কিছুই নেই। কারণ, সবাই তাকে ভালোবাসে। তার জন্য সাধনা করে। এ যাবৎ কতজন যে তার জন্য জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এত কিছুর পরও কেউ কখনো দুনিয়ার ভালোবাসা পায়নি।

দুনিয়া বড় কঠিন। বড় নির্দয়। বড় ছলনাময়ী। সে তার রূপ-লাবণ্য দিয়ে সবাইকে নিজের আঁচল-তলে টেনে নেয়। কিন্তু সে কারও বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয় না। তাকে ভালোবেসে প্রতি মুহূর্তে হাজারো মানুষ আত্মহত্যা করে! কিন্তু সেদিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। এটাই হলো এই স্বার্থপর দুনিয়ার অবস্থা।[৯]

গুরুত্বহীন বস্তুই দুনিয়া

[১২] ইবরাহিম ইবনু সাইদ রহিমাহুল্লাহু বলেন—

জনৈক জ্ঞানী বলেছেন, নির্বোধেরা গুরুত্বহীন জিনিসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে; আর গুরুত্বহীন জিনিসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। মূল্যহীন জিনিসকে সযত্নে তুলে নেয়; আর মূল্যবান জিনিসকে হেলায় ফেলে দেয়। প্রথমটি হলো দুনিয়া; আর দ্বিতীয়টি হলো আখিরাত।

---

[৯] *ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন*: ৩/২১৭।

দুনিয়া পরকালের বাজার

[১৩] মুয়ায আল হিযা রহিমাহুল্লাহু বলেন, একদিন আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখেন, জনৈক ব্যক্তি দুনিয়াকে গালি দিচ্ছে। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি অযথা দুনিয়াকে গালি দিচ্ছ কেন? যারা সততা অবলম্বন করতে চায়, দুনিয়া তাদের বাসস্থান। যারা পরকালের সওদা খরিদ করতে চায়, দুনিয়া তাদের বাণিজ্যালয়। যারা সিজদা করতে চায়, দুনিয়া তাদের পুণ্যভূমি। এক কথায় দুনিয়া হলো আখিরাতের সওদা খরিদ করার রমরমা বাজার।

দুনিয়া খরগোশের একটি লাফ মাত্র

[১৪] উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

মহান রবের শপথ! আখিরাতের বিবেচনায় মরীচিকাময় এই দুনিয়া হলো খরগোশের এক লাফের মতো।[১০]

দুনিয়া আখিরাতের জন্য গনিমত

[১৫] সাইদ ইবনু আবদুল আজিজ রহিমাহুল্লাহু বলেন, দুনিয়া হলো আখিরাতের জন্য গনিমতস্বরূপ। সুতরাং এই গনিমত কাজে লাগিয়ে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত।

দুনিয়া প্রাণঘাতী

[১৬] মুখাল্লাদ ইবনু হুসাইন রহিমাহুল্লাহু বলেন, আবু হামযা রহিমাহুল্লাহু বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, দুনিয়ার সাথে আপনার ভালোবাসা কেমন?' জবাবে তিনি বললেন—'দুনিয়ার ভালোবাসা আমাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।'

দুনিয়া গাছের ছায়ার মতো

[১৭] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হন। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন একটি চাটাইয়ে শুয়ে ছিলেন। চাটাই শক্ত হওয়ার কারণে তার গায়ে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। এ দৃশ্য দেখে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

---

[১০] *বাহজাতুল মাজালিস*: ২/২৯৫।

'ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি যদি একটু নরম বিছানায় ঘুমাতেন, তাহলে আপনার জন্য ভালো হতো।' উত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

وَمَا لِلدُّنْيَا وَمَالِي، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مَثَلِي وَمَثَلُ الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ سَارَ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ، فَاسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا .

'দুনিয়া ও তার বিলাসিতার সাথে আমার কীসের সম্পর্ক? দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক পথচারী ও বৃক্ষছায়ার ন্যায়। প্রচণ্ড গরম ও রোদের সময় পথচারী বৃক্ষছায়ায় কিছু সময় বিশ্রাম নেয়। বিশ্রাম শেষ হলে ছায়াটি পেছনে ফেলে সামনে চলে যায়।'[১১]

দুনিয়া আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্র

[১৮] হুযায়ফা রহিমাহুল্লাহু বলেন, ইউসুফ ইবনু আসবাত রহিমাহুল্লাহু একবার পত্র মারফত আমাকে বেশ কিছু উপদেশ দেন। সেগুলো হচ্ছে—

'ভাই আমার! আল্লাহকে ভয় করবেন। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলবেন। নিভৃতে আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবেন। গভীরভাবে আখিরাতের কথা ভাববেন। কবর ও কবরের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করবেন।

মনে রাখবেন, দুনিয়ার সুখ ক্ষণিকের। আখিরাতের সুখ অনন্তকালের।

ভাই আমার! দুনিয়া হলো আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্র। যারা সচেতন, তারা দুনিয়াকে আখিরাতের উন্নতির কাজে ব্যবহার করে। আশা করি, আপনিও তাদেরই একজন। তাই দুনিয়াকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবেন। সম্মানের চোখে দেখবেন না এবং দুনিয়াদারদের দেখে ধোঁকায় পড়বেন না।

ভাই আমার! একদিন আমাদের সবাইকে আমাদের রবের সামনে দাঁড়াতে হবে। দুনিয়ার হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিতে হবে। সেদিন ছোট বড় সব আমলই আপনার সামনে উপস্থাপিত হবে। আপনার হৃদয়ের অব্যক্ত কথাগুলোও সেদিন প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই এখনই সাবধান হোন। দুনিয়াকে উপেক্ষা করে আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন এবং নীরবে-নিভৃতে বেশি বেশি আখিরাতের কথা স্মরণ করুন। ওয়াসসালাম।'[১২]

---

[১১] *সুনানুত তিরমিযি*, ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহু— যুহদ: ১/৩০১। সনদ : সহিহ।
[১২] *সাফওয়াতুস সাফওয়াহ* : ৪/২৬৩।

[১৯] উবাইদ ইবনু উমায়ের রহিমাহুল্লাহু বলেন—

দুনিয়া হলো আশা ও হতাশার দোলাচল। দুনিয়ার জন্য মেহনত করলে, দুনিয়া অর্জিত হতে পারে; আবার নাও হতে পারে। কিন্তু আখিরাত সুনিশ্চিত। আখিরাতের জন্য কোনো কাজ করলে, আল্লাহ তার প্রতিদান অবশ্যই দেবেন।

দুনিয়ার অংশটুকু জাহান্নামে যাবে

[২০] উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

يُجَاءُ بِالدُّنْيَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: مَيِّزُوا مَا كَانَ مِنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَلْقُوا سَائِرَهَا فِي النَّارِ

'কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে উপস্থিত করা হবে। এরপর (ফেরেশতাদেরকে লক্ষ্য করে) বলা হবে—দুনিয়ার যে-অংশ আল্লাহর জন্য বরাদ্দ ছিল, সে অংশ পৃথক করে রাখো; আর যে-অংশ অবশিষ্ট ছিল, সে অংশ জাহান্নামে নিক্ষেপ করো।'[১৩]

দুনিয়া অভিশপ্ত

[২১] মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

اَلدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ مِنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

'দুনিয়ার যে-অংশ আল্লাহর জন্য নিবেদিত, সেটুকু ব্যতীত দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত কিছু অভিশপ্ত।'[১৪]

দুনিয়ার ওপর আখিরাতের প্রাধান্য

[২২] আবু মুসা আশ'আরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

---

[১৩] *আত তারগিব*: ১/ ৫৫। হাদিস মাওকুফ।

[১৪] *হিলইয়াতুল আওলিয়া*: ৩/১৫৭। হাদিস—যয়িফ।